ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড- ২০১৭ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বুধবার, ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৪, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
তথ্য প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা ও বিশেষজ্ঞবৃন্দ,
সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

তথ্য-প্রযুক্তিখাতের দেশের সর্ববৃহৎ মেলা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭- এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয়ের মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম জানাচ্ছি।

২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমাদের উপর ভরসা রেখে জনগণ সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে বিজয়ী করেছিলেন। আমরাও জনগণকে বিমুখ করিনি। কারণ, আমাদের লক্ষ্য জনগণের জন্য কাজ করা, তাঁদের মঙ্গল করা। কীভাবে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে আমরা সব সময়ই সজাগ।

যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা মানুষকে দেখিয়েছিলাম আজ তা অনেকটা বাস্তবতা। ২০০৯ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি সে সময় দেশের মাত্র ৮ লাখ মানুষ ইন্টারনেট সেবা পেতেন। সাড়ে ৮ বছর পর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি। তখন ৪ কোটি মানুষের কাছে মোবাইল ফোন ছিল। বর্তমানে ১৩ কোটি মানুষের হাতে পৌঁছে গেছে মোবাইল ফোন। দু'শোর বেশি নাগরিক সেবা মানুষ এখন ঘরে বসেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পাচ্ছেন।

আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে 'প্রযুক্তি বিভেদ' থেকে দূরে রাখতে আমরা ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো, অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল যন্ত্রকে হাতের নাগালে আনার পাশাপাশি মানুষের হাতের মুঠোয় সরকারি সেবাকে পৌঁছে দেওয়ার পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি।

১৯৯৬ সালে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার আগে পর্যন্ত দেশে একটি মাত্র মোবাইল অপারেটর ছিল। তার মালিক ছিল আবার সরকারের একজন মন্ত্রী। সে সময় যাঁরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন, তাঁরা জানেন, কীভাবে তারা মানুষের পকেট কেটেছে। এক মিনিট কথা বললে ২০ টাকা খরচ হত। যিনি ফোন করতেন তাঁর ১০ টাকা আর যিনি ধরতেন তাঁর ১০ টাকা কাটা হত।

আমরা এই মনোপলি ভেঙ্গে আরও কোম্পানিকে দেশে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেই। তার ফলেই একদিকে কলরেট কমে আসে, অন্যদিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত নেটওয়ার্ক পৌঁছে যায়।

আপনারা জানেন, ১৯৯১ সালের পর বাংলাদেশে বিনা পয়সায় সাবমেরিন কেবল পাওয়ার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু, তখনকার বিএনপি সরকার সেই সুবিধা নেয়নি। তাদের বোকামির জন্য পরবর্তীকালে বিপুল অংকের টাকা দিয়ে এটি আমাদের কিনতে হয়েছে। আসলে দূরদর্শিতা না থাকলে এ ভাবেই পিছিয়ে পড়তে হয়।

জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা নিজেদের উপগ্রহ ''বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'' উৎক্ষেপন করতে যাচ্ছি। আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীরা মহাকাশে ন্যানো স্যাটেলাইট পাঠিয়ে প্রমাণ করেছে তথ্য-প্রযুক্তিতে আমাদের ছেলেমেয়েরা বৈশ্বিক যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সুধিমন্ডলী,

তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশের ফলে আমাদের সামনে এক নতুন শিল্প বিপ্লবের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমি মনে করি আমরা এর অন্যতম কান্ডারির ভূমিকা পালন করতে পারব। কারণ, এই বিপ্লবের প্রধান রসদ হল মেধাবী তরুণ-তরুণী, যা আমাদের আছে।

প্রযুক্তির ব্যবহারে উন্নত দেশসমূহে ক্রমেই কর্মক্ষম জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বাড়ছে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা। বাংলাদেশের ৬৫ শতাংশ মানুষের বয়স ৩৫ বছর বা তার নিচে। আমাদের এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য এই তরুণ গোষ্ঠীকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে আমরা নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যেই মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০১১ সাল থেকে আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও ডিজিটাল ক্লাশরুম স্থাপনের পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণ ও পাঠ্যবই-এর ডিজিটাল রূপান্তর করা হচ্ছে। দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা জোরদার করা হচ্ছে। এজন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে প্রায় ৫০ হাজার ছেলে-মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গড়ে তোলা হচ্ছে রোবোটিক্স, বিগডেটা, ইন্টারনেট অব থিংস, ডেটা এনালিটিক্স ল্যাব।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রতিবছর ১০ হাজার স্নাতক বের হচ্ছে। আমাদের তরুণদের সক্ষমতা আজ বিশ্বজুড়ে নজরও কাড়ছে। জাপানের মত উন্নত দেশের ১০ হাজার এপার্টমেন্টকে স্মার্ট করার কাজটা তাঁরা আমাদের তরুণদের হাতে তুলে দিয়েছে। এটি আমাদের জন্য গর্বের।

আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের প্রায় ৫০টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশের তৈরি সফটওয়্যার ও আইটি সেবা আমরা সরবরাহ করছি। বেসরকারিখাতের প্রতিষ্ঠানকেও আমরা সহযোগিতা করছি। আমাদের কোম্পানিগুলো এখন আফ্রিকাতেও পদচারণা করতে সক্ষম হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সফটওয়্যার রপ্তানি থেকে আয় ১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। আমরা আশা করছি, ২০২১ সালের মধ্যে এ আয় ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে এবং জিডিপিতে সফটওয়্যার ও আইসিটি সেবাখাতের অবদান ৫% এ উন্নীত হবে। এ খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য আমরা এই বছর থেকে রপ্তানিতে ৫% হারে প্রণোদনা দিচ্ছি।

প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়ে আমাদের কর্মবাজারে আসছে। তাদের জন্য চাকরির সুযোগ তৈরি করার পাশাপাশি নিজেরাও যেন তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তা হতে পারে সে ব্যাপারেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি। দেশজুড়ে গড়ে তোলা হচ্ছে ২৮টি হাইটেক ও সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্ক। এর মধ্যে ঢাকার কারওয়ান বাজার ও যশোরে সফটওয়্যার পার্ক এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ ছাড়া ১২টি বেসরকারি সফটওয়্যার পার্কও গড়ে উঠেছে। এসব পার্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য ১০ বছরের আয়কর মওকুফ ও শতভাগ রিপেট্রিয়েশনসহ বিবিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা প্রতিটি জেলায় হাইটেক বা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক গড়ে তুলব।

ফ্রি ল্যান্সিং-এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্রি ল্যান্সিং সাইট আপওয়ার্ক, ইল্যান্স এবং ফ্রি ল্যান্সারের প্রথম দশটির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে আমাদের ফ্রি ল্যান্সাররা। বিশ্বে ফ্রি ল্যান্সারের সংখ্যার দিক থেকে আমরা রয়েছি দ্বিতীয় স্থানে। আমরা আশা করছি ২০২১ সাল নাগাদ আমাদের ২০ লাখ তরুণ-তরুণী তথ্য প্রযুক্তির পেশার সঙ্গে যুক্ত হবে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন বানানো শুরু করেছি। এই খাতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে চলতি বছর থেকে আমরা ৯৪টি উপকরণের ওপর শুল্ক প্রতীকী ১ শতাংশ করে দিয়েছি। ফলে কেবল দেশীয় উদ্যোক্তরা নয়, বিশ্ববিখ্যাত নির্মাতারাও এখানে কারখানা তৈরিতে আগ্রহী হবে। ইতোমধ্যে স্যামসং-এর মত কোম্পানি ঢাকার অদূরে কারখানা স্থাপন করেছে। এ খাতে বিনিয়োগকারীকে আমরা সর্বোতভাবে সহায়তা দেওয়ার নিশ্চিয়তা দিচ্ছি।

আমরা দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের সংযোগ ও বেসরকারি খাতে ৬টি ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়াল কেবলের সুবিধা দিয়েছি। যার ফলে দেশব্যাপী ১০ গুণেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার বেড়েছে। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ রপ্তানিও হচ্ছে। যে ব্যান্ডউইডথ এর দাম ২০০৭ সালে ছিল ৭৬ হাজার টাকা তা এখন ৫০০ থেকে ১০০০ টাকায় নেমে এসেছে। ফলে ই-গভর্নেন্স, ই-হেলথ, ই-কমার্স, ই-লার্নি, মোবাইল এপ্লিকেশনসহ ইন্টারনেটের বহুবিধ ব্যবহার সহজলভ্য হয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমরা ফোর জি (4G) প্রযুক্তি চালু করতে যাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

২০১০ সালে আমরা ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপন করি। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সে কেন্দ্রগুলো পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠানের ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল চালু করেছি। যার মাধ্যমে মানুষের কাছে আমরা তথ্যসেবাকে সহজলভ্য করে তুলেছি।

তথ্য প্রযুক্তি খাতের বিকাশে উদ্ভাবন সক্ষমতা ও গবেষণার কোন বিকল্প নেই। এ জন্য আইসিটি বিভাগের আওতায় গবেষণা ফেলোশীপ, বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবন কাজের জন্য অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া আমরা Innovation Design & Entrepreneurship Academy স্থাপন করেছি। গড়ে তুলেছি একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ'। উদ্যোক্তাদের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ঋণসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর উদ্যোগে ইই ফান্ডের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

সুধী,

আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। আমরা বিজয়ী জাতি। আমরা পিছিয়ে থাকব কেন? জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা না হলে আমরা অনেক আগেই উন্নত দেশগুলোর সারিতে জায়গা করে নিতাম। কারণ, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর যারা ক্ষমতায় এসেছে তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলা। শোষণ-নিপীড়নের মাধ্যমে দেশকে তারা পিছনে নিয়ে গিয়েছিল।

আজকে বাংলাদেশের সে অবস্থা নেই। বহির্বিশ্বে আজ বাংলাদেশ আত্ম-মর্যদাশীল দেশ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে। বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মত অবস্থা আমাদের তৈরি হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে একটি কল্যাণমুখী, শান্তিপূর্ণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করি।

এ মেলা আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...